বিশ্বে সর্বাধিক করোনা আক্রান্তের তালিকায় তিনে ভারত

করোনাভাইরাসে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় রাশিয়াকে পেছনে ফেলে এবার তিন নম্বরে উঠে এলো ভারত।

দেশটিতে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৯০ হাজার ৩৯৬ জন। আর রাশিয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৮০ হাজার ২৮৩ জন।

এর ফলে গতকাল রোববারই রাশিয়াকে টপকে যায় ভারত। এখন দেশটির আগে শুধু রয়েছে আমেরিকা ও ব্রাজিল।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও আমেরিকার জনস হপকিংস বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টের বরাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংবাদমাধ্যম এই সময়।

খবরে বলা হয়, বর্তমানে বিশ্বে সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে প্রায় ২৮ লাখেরও বেশি মানুষ কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সেখানে আক্রান্ত প্রায় ১৫ লাখেরও বেশি মানুষ। এতদিন তৃতীয় অবস্থানে ছিল রাশিয়া। তবে রোববারের রেকর্ড বৃদ্ধিতে রাশিয়াকে সরিয়ে সেই স্থান দখল করল ভারত।

ভারতে গত দুদিন ধরেই ২২-২৪ হাজার ছুঁয়ে ফেলছিল একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা। যার জেরে দেশটিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে রোববার সেই সংখ্যা পৌঁছে যায় ২৪ হাজার ৮৫০ জনে। যা ২৪ ঘণ্টার আক্রান্তের হিসাবে রেকর্ড।

শনিবারের হিসাব অনুযায়ী, এক দিনে ২২ হাজার ৭৭১ জনের দেহে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়ায় পুরনো সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছিল।

পরদিন রোববার সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ে আরও অনেক বেশি। এ নিয়ে পর পর তিন দিন বিশ হাজারেরও বেশি নতুন করে আক্রান্ত হয়।

তবে মন্ত্রণালয়ের দাবি, সুস্থতার হার বাড়ছে। এখন পর্যন্ত দেশটিতে সুস্থ হয়েছেন চার লাখের বেশি মানুষ। সূত্র- যুগান্তর

বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদার বড়দুধপাতিলায় বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ একই পরিবারে আহত সদস্যদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

রবিবার তিনি ওই পরিবারে গিয়ে তাদের এ সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় (১০ কেজি চাল, ৩০ টি ডিম, ১ লিটার তেল, ১ কেজি মসুরের ডাল, ১কেজি লবণ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন)।

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যেকোনো সামাজিক সমস্যা তাৎক্ষণিক উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা জানান।

দামুড়হুদায় যুবলীগের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামী যুবলীগের আয়োজনে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে গাছ রোপণ করার আহবান জানিয়েছেন।

‘মুজিবর্ষের আহবান, ৩টি করে গাছ লাগান’এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলকে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নেতাকর্মী আগামী ৩ মাস (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩টি (বনজ, ফলজ ও ভেষজ) বৃক্ষ রোপণ করবেন। সৃষ্টির বুকে প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার পেছনে বৃক্ষের রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বৃক্ষ মূলত পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে। বন্যা, খরা, ঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ওজনস্তর ক্ষয়, ভূমিক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করে। এক কথায় প্রকৃতির অমূল্য ও প্রধান সম্পদ হচ্ছে বৃক্ষ।

পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করতে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের করাল গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তাই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে, উঁচু-নিচু পতিত জমি, রাস্তার পাশে, নদীর পাড়ে গাছ লাগানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়াদ্দার, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম ফকির, যুগ্ন আহবায়ক লিপন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা মালেক ভূঁইয়া , মহাসিন , জাহাঙ্গীর, বাঁধন, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতা আনারুল ইসলাম আকাশ,বকুল, সাব্বির প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন ১৭ জনের করোনা সনাক্ত

গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় নতুন করে আরও ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫৬ জনে। এরমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪৭ জন ও মারা গেছেন ৩ জন। রবিবার রাতে

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ৬৪ জনের নমুনার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার এতিমখানা সড়কের তিনজন ও পাসপোর্ট অফিসের একজন, আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের দুইজন, এরশাদপুরের দুইজন, শেখপাড়ার একজন, আশাননগরের একজন ও উদয়পুরের একজন এবং দামুড়হুদা উপজেলার এক স্বাস্থ্যকর্মী, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দুইজন, কেরু বাজার মাঠপাড়ার দুইজন ও কেরু কর্পোরেশন লাইনের একজন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ইতালি ফেরত এক যুবক। তার বাড়ি আলমডাঙ্গায়। রবিবার পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গায় ১৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক ও ৮৫ জন হোম আইসোলেশনে আছেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ৭ জন করোনা আক্রান্ত, সকলেই স্থানীয়

আলমডাঙ্গায় আরও ৭ জনের শরীরে করোনভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। গতকাল রবিবার রাতে এদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট ৬৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত হল। সুস্থ্য হয়েছেন মোট ৩৯ জন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ক‘দিন আগে ১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার রাতে ১৩ জনের মধ্যে ৭ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

জানা গেছে, নতুন আক্রান্তরা হলেন পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের ২

জন, আসাননগর গ্রামের ২ জন, পৌরসভার পশুহাট এলাকার ১ জন, হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়ার ১ জন ও একই ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামের ১ জন। আক্রান্তরা কেউ ঢাকা, নারায়ানগঞ্জ, গাজিপুর বা চট্টগ্রাম থেকে আসেননি। তারা সবাই স্থানীয় বলে জানা গেছে। আক্রান্তরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের হাফেজ উদ্দিন মালিথার ছেলে মনিরুজ্জামান টুকুলও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কুষ্টিয়ায় ফায়ার সার্ভিসে ফায়ারম্যান পদে কর্মরত রয়েছে।

সুত্র জানায়, কদিন আগে টুকুল জ্বর-সর্দ্দি নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে বেলগাছি গ্রামের বাড়িতে আসেন। অবস্থা খারাপ হলে তিনি আবার কুষ্টিয়ায় চলে যান। সেখানে গিয়ে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে, টুকুল চলে যাওয়ার পর তার চার বছরের মেয়ে জ্বরে পড়েছেন। তার মধ্যেও করোনা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে তার বাড়ির কেউ কোয়ারেন্টিন মানছেন না বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পিতার বারংবার বিয়ে, অসহায় সন্তানরা

আলমডাঙ্গার বক্সিপুর গ্রামের ষাটোর্ধ মনিয়া মন্ডল একের পর এক বিয়ে করে পরিবারকে নরকে পরিনত করার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা।

তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় গ্রামে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এই ঝড় ঠেকাতে মনিয়া মন্ডল ছেলেদের নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নাজেহাল করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানায়, বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল প্রথমে বিয়ে

করেন উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনকে। এই সংসারে দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে। এদের কারো কারো বিয়ে হয়ে সন্তানাদিও হয়ে গেছে। কিন্ত মনিয়া মন্ডল হুট করে আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা গ্রামের কাজলী নামের এক মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন।

এতে প্রথম পক্ষের চার ছেলে-মেয়ে তীব্র আপত্তি তুলতে থাকেন। তবে কোন বাঁধ মানেননি মনিয়া মন্ডল। তিনি নতুন স্ত্রী কাজলীকে নিয়ে একের পর এক মাঠের জমি বিক্রি করতে শুরু করেন। আর নিঃস্ব হতে থাকেন তার চার ছেলে-মেয়ে। কাজলীকে নিয়ে জমি বিক্রির টাকাই বেশ ভালই চলছিল মনিয়া মন্ডলের। কিন্ত বছর খানেকের মাথায় হঠাৎ করেই কাজলীকে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী কাজলীকে তালাক দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রায় একই সাথে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রী সাজেদাকেও এবার তালাক দিয়ে দেন। এরপর মাস তিনেকের মাথায় বলা নেই কওয়া নেই দুর্লভপুর গ্রামের কালুর মেয়ে পারুলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। এবার রীতিমত পাড়া-মহল্লায় হৈচৈ পড়ে যায়।

মনিয়া মন্ডলের ছেলে রইছ উদ্দিন বলেন, বাবা অকারনেই বারেবার বিয়ে করেন এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্ত আমাদের মাঠে ৭ বিঘা জমি ছিল বাবার বারবার বিয়ে করার কারণে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাড়ির জমিটুকু আছে। তাও বিক্রি করার পায়তারা চলছে। বাবার কারণেই আমরা নানা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছি। আবার আমাদের নামেই থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন বাবা।

কুষ্টিয়ায় নতুন আক্রান্ত ৩৮, মোট ৭৪৬

কুষ্টিয়ায় নতুন করে আরও ৩৮ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

রবিবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১৯৩ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে নতুন করে ৩৮ জন করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়। এনিয়ে এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ৭৪৬ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হলো।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ২০ জন, দৌলতপুরে ৪ জন , ভেড়ামারায় ৫ জন, কুমারখালীতে ৭জন ও খোকসা উপজেলায় ২ জন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৩৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৬২ জন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৪ জন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

কুষ্টিয়ায় ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে খালু আটক

কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং কদমতলা এলাকায় ৪ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আব্দুল্লাহ (৩৫) কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার সময় হাউজিং কদমতলা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া আব্দুল্লাহ বাড়ি মাগুরায়। সে কুষ্টিয়া হাউজিং কদমতলায় ভাড়া থাকতো।

অভিযোগকারী প্রতিবেদককে জানান শিশুটির সম্পর্কে সে খালু হয়। সে এমন ধরণের কাজ করবে আমরা তা কখন ভাবেনি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, রবিবার বিকেলে হাউজিং কদমতলা ওই শিশুটি বাড়ির সামনে রাস্তায় খেলাধুলা করার সময় খাবার জিনিস দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আব্দুল্লাহ শিশুকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে।

শিশুটি অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে তার পিতা মাতাকে জানালে তারা আমাদেরকে খবর দিলে, আমরা আব্দুল্লাহ কে আটক করতে সক্ষম হই।

এ বিষয় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

দৌলতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মুন্না আহম্মেদ (২২) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে উপজেলার শীতলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মুন্না একই উপজেলার রিফায়েতপুর ইউনিয়নের বিন্দিপাড়া গ্রামের আজগর আলীর ছেলে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) নিশিকান্ত জানান, শীতলপাড়া এলাকায় একটি নবনির্মিত ভবনে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছিলেন মুন্না। দুপুরের দিকে পানি উত্তোলনের জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত তিনি।

তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর পৌর সড়কে গরু, বেওয়ারিশ না ওয়ারিশ?

মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন সড়কে গৃহপালিত গরুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ পৌরবাসী। দিনের বেলায় দুই একটা চোখে পড়লেও রাত হলেই বেড়ে যায় এদের আনাগোনা। এতে পথচারী সহ চলাচলে পৌরবাসিরা পড়ছেন বিড়ম্বনায়।

গরুর অবাধ বিচরণে শহরের রাস্তা গুলো হচ্ছে নোংরা। মেহেরপুর শহরের অলিগলি ও প্রধান সড়কে ঘরে দেখা যায় প্রায় ৫০টির মত গরু গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সাথে বাড়ির সামনে পড়ে থাকা ময়লা আবর্জনা গুলোর মধ্যে খাবারের সন্ধানে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে পৌরসভার পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নিলেও কার্যকর করা হয়নি।

মেহেরপুর শহরের কোর্ট মোড়ের দোকানদার কামরুল হাসান জানান, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দোকানের সামনে ময়লা আবর্জনা গুলো গুছিয়ে রাখি। রাত হলেই সেগুলোকে কয়েকটা গরু এসে ছিটিয়ে দিয়ে যায়।

চা দোকানি সবুজ বলেন, প্রধান সড়কে অবাধে কয়েকটি গরু প্রতিনিয়ত চলাফেরা করে। এতে যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করে পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

বড় বাজার ব্যবসায়ী হিরক বলেন, গত বৃহস্পতিবার আমাদের পাশের একটি নর্দমাতে একটি গাভী পড়ে যায়। গরুর মালিকের কোন খোঁজ না পেয়ে ফায়ার সর্ভিসকে খবর দিই। তারা আসতে না চাইলে আমরা স্থানীয় কয়েকজন ঘন্টা খানেক চেষ্টার পর গরুটি উদ্ধার করি। আর কিছুক্ষণ নর্দমায় থাকলে হয়তো মারা যেত। পরে সন্ধ্যার দিকে মালিক এসে গাভী নিয়ে গেলো।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের দেহরক্ষী লিখন জানান, মেহেরপুর শহরে প্রতিনিয়ত প্রায় ৫০-৬০ গরু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে ভীষণ পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আমরা বেশ কয়েকবার কয়েকটি গরু ধরে আকটে রেখেছিলাম। তিন চার দিন পর মালিকের খোঁজ হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদেরকেই খাবার দিতে হয়েছে। মালিকদের কড়া ভাবে বলেও কোন লাভ হয়নি।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, শহরে যেসব গরু গুলো ঘুরে বেড়ায় এই গরু গুলোকে বেশ কয়েকবার আমরা আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু মালিক পক্ষ থেকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বারবার বলা পরেও তারা মানছে না। দুই একদিন ঠিক থাকলেও পরে আবার তারা রাস্তায় ছেড়ে দেয়।

আমরা ইতোমধ্যে গরুর বিষয়ে মাইকিং করেছি। যদি এরপরও না হয় তবে আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে খোয়াড়ের ব্যবস্থা করবো। যাতে গরু আটকের পর জরিমানা দিয়ে মালিককে ছাড়াতে হয়। পৌরসভাকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতেই আমরা এই পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন করবো।